ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি
ITAL & BANGLA
ITAL BANGLA COORDINATION & DEVELOPMENT ASSOCIATION

DIRITTI DELL'UOMO
মানুষের অধিকার

IMMIGRATION
IS NOT A CRIME,
ITS A HUMAN RIGHT

ইমিগ্রেশন
অপরাধ নয়,
এটা মানুষের অধিকার

COOPERAZIONE
ALLO
SVILUPPO
উন্নয়নে সহযোগীতা

Date. 15/07/2002

Our ref. P- 135 2002

ITAL BANGLA & SVILUPPO

বরাবর,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী
জনাব মোর্সেদ খান
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী
জনাব সাইফুর রহমান
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশীক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী
জনাব মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: ইতালী ও বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং ইতালীতে বাংলাদেশীদের স্বার্থ রক্ষার্থে-প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশীক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অধীনে ইতালী প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরীকরা সরকারের কাজে সহযোগীতায় এগিয়ে আসার সুযোগ চাই।

মহাত্ন,
ইতালী প্রবাসী বাংলাদেশীদের সালাম গ্রহন করুন। আমাদের বিগত চিঠি রেফারেন্স প্রধানমন্ত্রী সচীবালয় ডাইরী ১১১/ ২৫/১০/২০০১ ও ২৪শে মার্চ ২০০২ ইতালীর ইমিগ্রেশন আইন ও ইতালীতে বহিবিশ্ব থেকে শ্রমিকদের ইতালীতে কাজের সুযোগ সংক্রান্ত আইনী তথ্য ও বিভিন্ন দিক ব্যাক্ষা দিয়ে একটি প্রতিবেদন সরাসরি মাননীয় প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশীক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী জনাব মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম বরাবর দিয়ে ছিলাম। এতদ্বারা বর্তমানে আরো কিছু নতুন তথ্য আপনার সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

১/ইতালীর ইমিগ্রেশন ৪০/৯৮ এর সংশোধিত আইন ৭৯৫/২০০২ অনুমোদিত:

ক) গত ১১/০৭/২০০২ তারিখে ইতালীয় সিনেটে ইমিগ্রেশন আইন ২৮৬/৯৮ এর সংশোধনী আইন ৭৯৪/২০০২ পাশ হয়েছে এবং এই আইনের সংশোধনীর ফলে ইতালীতে অবস্থানরত বিদেশী অবৈধ শ্রমিকদের ডোমেস্টিক কাজের মাধ্যমে বৈধকরনের যা আর্টিকেল ২৯ ধারায় বর্নিত বিধানে আওতায় (বিগত তিন মাস কোন ইতালীয় পরিবারের কাজে নিয়োজিত ছিল এই মর্মে ঘোষনার মাধ্যমে) রেগুলারাইজেশনের প্রক্রিয়া চলতি জুলাই মাসেই অনুমোদিত আইনটি গেজেটে প্রকাশিত হবার দিন থেকে উন্মুক্ত হবে।

REGISTRATION IN ROME, ITALY NR. -37472 SERIE 1B DEL 22/07/92
HEAD OFFICE :Via Bixio 10, 00185 Roma Tel. 06 44703832 Fax 06 49384252
BANGLADESH BRANCH OFFICE: H-72 New Airport Road, Mohakhali, Dhaka Tel. + Fax 8814229 / Mobile. 019 354591
www.bangla-italy.org e mail: italbangla@interfree.it

খ) ১৯৯৮ সালে আইনের সংশোধনী ১২ নং ধারায় মুল আইনের ১৩ নং ধারায় যে সকল উপধারা সংযোজিত হল তার দ্বারা ইতালীতে অবৈধ অনুপ্রবেশ কারীকে বহিস্কার সংক্রান্ত নীতি গুলি ব্যাপক কঠোরতা আরোপ করা হলো।

১) ইতালীতে অবৈধ অনুপ্রবেশ অপরাধ হিসাবে নির্ধারিত হল।

২) প্রথমবারে বহিস্কার করার পরে কেউ আবারো অনুপ্রবেশ করলে তার জন্য কমপক্ষে তিন বছরের জেল সহ ১৫,০০০ এইরো জরিমানা নির্ধারিত হল।

৩) যারা এই অবৈধ অনুপ্রবেশে সহযোগীতা করবে বা সংগঠিত করবে তাদের জন্য চার থেকে বার বছর জেল সহ ১৫-২৫ হাজার এইরো জরিমানা নির্ধারিত হল।

গ) বিদেশ থেকে শ্রমিক ইতালীতে প্রবেশের বার্ষিক কোটা ভিত্তিক নীতি :

১) প্রতি বছর সরকার আভ্যন্তরীন শ্রমবাজারের চাহিদার উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ডিক্রি জারির মাধ্যমে প্রতিবছর মুল আইন ২৮৬/৯৮ এর ২২ নং ধারায় বর্নিত চুক্তি ভিত্তিক ২৪ নং ধারা সিজনাল কাজ (তিন থেকে নয় মাসের চুক্তি ভিত্তিক) ২৬ নং ধারা স্বনির্ভরকর্ম তথা সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট এর সংখ্যা নির্ধারন করবে।

২) ধারা ২৩ এর বিধান স্পনসর এর মাধ্যমে কাজ খুজতে ইতালীতে প্রবেশ ধারা বিলোপ হল। পক্ষান্তরে এই ধারাটি সম্পুর্ন বদল করা হয়েছে - যে সকল দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি থাকেবে সে সকল দেশে ইমিগ্রেশন সেক্টরে কার্যরত সামাজিক, মানবিক ও ট্রেড ইউনিয়ন জাতীয় সংগঠনের মাধ্যমে প্রবাসে শ্রমিকদের ইতালীয় বাজারের সাথে সংগতি রেখে ইতালীয় শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ শ্রমিক তৈরী করার ব্যাপারে (ভাষা ও প্রফেশনাল প্রশিক্ষন) দিক নির্দেশনা স্থাপিত হয়েছে। মুলত: আমাদের সংগঠন ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি তার কার্যক্রম ইতালীতে ও বাংলাদেশ এই আঙ্গিকে প্রসারিত করার লক্ষে কাজ করছে।

ঘ) ইমিগ্রেশন আইন ২৮৬/৯৮ এর ৬ ধারার পরিবর্তমনের মাধ্যমে ইতালীতে প্রতিটি বিদেশী শ্রমিকের রেসিডেন্স পারমিট "কাজের জন্য থাকার অনুমতি চুক্তি" বাধ্যতামুলক করা হল। (মধ্য প্রচ্যের মত অধিকার সীমিত করা হল অন্য অর্থে কাজ আছে থাকতে পারবে কাজ নেই ইতালী ছাড়তে হবে।)

২/বাংলাদেশ ইতালী দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা চুক্তি না থাকায় বাংলাদেশী নাগরীকদের ইতালীতে কর্মসংস্থানের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

ক) ইমিগ্রেশন আইনের মুল নীতিতে ১৯৯৮ সালে প্রদত্ত নির্দেশনায় ইতালী সরকার অবৈধ ইমিগ্রেশন প্রতিরোধ করার লক্ষে যে সকল দেশ থেকে মুলত: অবৈধ শ্রমিক ইতালীতে আসে সেই সকল দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি কাজের চুক্তির মাধ্যমে বৈধ শ্রমিক ইতালীতে আসার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যে সকল রাষ্ট্র এখনো চুক্তির সম্পন্ন করতে পারে নাই সেই সকল দেশের জন্য ২০০২ সালে কোন কোটা বরাদ্দ দেয়া হয় নাই এবং সেই দেশের নাগরীকদের ইতালীতে কাজ করার জন্য আসতে দেওয়া হবে না নীতি অনুসরন করা হচ্ছে।

খ) বাংলাদেশী ইমিগ্রান্ট যারা ইতালী বসবাস করছে তারা সকলেই যার যার ব্যাক্তি উদ্দোগে গত ১২ বছরে ১৯৯০-২০০২ পর্যন্ত ইতালীতে এসেছে। বর্তমানে এর সংখ্যা ৫০,০০০।

গ) ১৯৯৮ সাল থেকে ইতালীর ইমিগ্রেশন শ্রোত নীতির আওতায় বাংলাদেশ থেকে সরকারের ভুমিকার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে উল্লেখ্য যোগ্য সংখ্যাক বেকার বাংলাদেশীদের ইতালীতে প্রেরনের সুযোগ থাকলেও এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কাছে বারবার তাগিদ দেয়ার পরেও অদ্য পর্যন্ত কোন ভুমিকা সরকার রাখতে পারে নাই।

ঘ) ২০০১ সালে ইতালীতে ইমিগ্রেশন শ্রোত নীতিমালার আওতায় ব্যাক্তি উদ্দোগে প্রায় ১৫০০ বাংলাদেশী কাজের ভিসা নিয়ে ইতালীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ঙ) চলতি বছরে ২০০২ অদ্য পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারে কোন তৎপরতা না থাকায় বাংলাদেশের জন্য কোন কোটা বরাদ হয় নাই। ফলে ইতালীতে অভিবাসনমুখী হাজার হাজার বাংলাদেশীর কেউ ২০০২সালে কোন আবেদন করতে পারে নাই।

চ) চলতি সালে ২০০২ ইতালীতে সর্বসাকুল্য ৪২.৬০০ বিদেশী শ্রমিক সিজনাল কাজের আওতায় ইতালী প্রবেশের অনুমতি পেলেও বাংলাদেশীরা এই ধারায় আবেদন করতে পারে নাই। অথচ ২০০১ সালে প্রায় ৫০০ ব্যাক্তি সিজনাল কাজের কন্ট্রাকে ইতালীতে ভিসা নিয়ে প্রবেশ করেছে।

- ৩/রেগুলার ভিসার পেপার থাকার পরেও বর্তমানে ইতালীয়ান দূতাবাস ঢাকায় কাজের মাধ্যমে ইতালীতে যাবার কোন ভিসা ইস্যু করছে না ।

২০০২ সালে মার্চ মাসে ঘোষিত কোটা সংক্রান্ত ডিক্রিতে পদস্ত প্রফেশনাল ক্রাইটেরিয়াতে ইতালীতে সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট প্রক্রিয়াতে তথা আত্মনির্ভর কাজের ৩০০০ ফ্রি কোটার অধিনে (সারা বিশ্বের জন্য) বাংলাদেশীদের ব্যাক্তি উদ্যেগে প্রায় ৩০০ ভিসা আবেদন বর্তমানে ঢাকায় ইতালীয়ান দূতাবাসে জমা হলেও গত তিন মাসে একটি ভিসাও ইস্যু হয় নাই। এমনকি ভিসা প্রদান করা হবে কিনা এমন কোন আভাসও ঢাকাস্থ ইতালীয়ান দূতাবাস থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিরা পাচ্ছে না। তাদের কাছে জানতে চাইলে এ ব্যাপারে ঢাকাস্থ ইতালীর দূতাবাস কোন আবেদন কারীকে সঠিক উত্তর দিচ্ছে না এবং তারিখের পর তারিখ দিয়ে ঘোরাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের ঢাকা দফতরে শতাধিত সহযোগীতার আবেদন জমা পড়েছে।

ঢাকাস্থ ইতালীয় দূতাবাসের ভিসা আবেদনের উপরে গরিমসি থেকে পরিস্কার প্রতিয়মান আগামীতে বাংলাদেশ সরকার ও ইতালী সরকারের সাথে সহযোগীতা চুক্তি সম্পাদন না করলে বাংলাদেশ থেকে আদৌ কোন বাংলাদেশী কাজের মাধ্যমে ভিসা নিয়ে ইতালী যেতে পারবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ঢাকাস্থ ইতালীর দূতাবাস বাংলাদেশী নাগরীকদের যথাপযুক্ত কারন ছাড়া ভিসা না দিয়ে মাসের পর মাস হয়রানী করাচ্ছে এব্যাপরের প্রয়োজনীয় ভুমিকা রাখার জন্য সরকারের দৃস্টি আকর্শন করছি।

৪/ বাংলাদেশের সাথে ইতালী সরকারের অবৈধদের দেশে ফেরত নেবার চুক্তি না থাকলেও অবৈধ প্রবশেকারী বাংলাদেশী নাগরীকদের রক্ষা করার কোন মাধ্যম বাংলাদেশ সরকারের নেই:

- গত ৬ মাসে গড়ে প্রতি মাসে ইতালী থেকে ৫০জন বাংলাদেশীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
- বিগত দিনে ইতালীয় বাজেটে বিদেশীদের দেশে পাঠানোর জন্য কোন অর্থ বাজেট ছিল না ফলে পুলিশ প্রশাষন অবৈধ ইমিগ্রান্টকে তারদেশে ফেরত পাঠাতে পারতো না। যা গত বছরে ইতালীয় ডান পন্থী কোলিশন সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যে এই খাতে ১০.০০০ ব্যাক্তিকে বহিস্কার করার প্রয়োজনী অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেছে। ফলে কোন বিদেশীকে সে দেশে কোন সরকারের দূতাবাসের মাধ্যমে প্রটেকশন প্রদান সম্ভব নয়।

৫/ ইতালীতে অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিকদের সুবিধার্থে সরকার চুক্তির ব্যাপারে ভূমিকা না নেয়ার এবং ইতালী সরকার অবৈধদের দেশে ফেরত পাঠাবার যে চুক্তির প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারের কাছে দিয়েছে বলে ইতালীস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস রিপোর্ট দিয়েছে যা আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত নয়।

ক) ইমিগ্রেশন আইন ৪০/৯৮ যা ২৮৬/৯৮ ডিক্রি আইন নামে পরিচিত এর ৩নং ধারায় ও ধারায়২১শের ২ ও ৩ প্যারায় পরিস্কার ইমিগ্রেশন নীতির আওতায় দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সেই দেশের শ্রমিকের অধিকার নির্ধারনের কথা বলা হয়েছে।

খ) ইতালী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে ফেরত নেবার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বাংলাদেশ সরকার চুক্তির মধ্য বাংলাদেশী শ্রমিকদের ইতালীতে নেবার বার্ষিক নির্দিষ্ট কোটার নিশ্চয়তা চেয়ে প্রস্তাব করতে পারে। পাশা পাশি বাংলাদেশ সরকার ইতালীতে তার নাগরিকদের জন্য আরো সুবিধা চাইতে পারে।

গ) আলোচনার বসলে তখন চুক্তির রূপরেখা নির্ধারিত হবে। তখন সরকার এই রূপরেখা স্বার্থের পরিপন্থি হলে এড়িয়েও যেতে পারে চুক্তিতে সই না করে।

ঘ) এই পর্যায়ে আমাদের দেশ ইতালী সরকারের কাছ থেকে দ্বিপাক্ষিক আরো অনেক দিক দিয়ে সুবিধা আদায় করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

উল্লেখ্য যে গত ১১/০৭/২০০২ নতুন আইন পাশ হবার মধ্য দিয়ে বর্তমানে ইতালীতে অবস্থান রত প্রায় ১৫.০০০ অবৈধ বাংলাদেশীদের বৈধ হবার একটি প্রক্রিয়া জুলাই মাস থেকেই শুরু হবে।

৬/ এখনই সঠিক পদক্ষেপ নিলে ২০০৩ সালে শুধু সিজনাল কৃষি কাজের জন্য ৪/৫ হাজার অদক্ষ শ্রমিক ইতালীতে পাঠানো সম্ভব।

ইতালীতে চলতি বছর ফেব্রুয়ারী থেকে তাদের সিজনাল কৃষিকাজের শ্রমঘটিতি পুরন করতে ৩০.০০০ + ৬.৬০০ মোট ৩৯.৬০০ বিদেশী নাগরীককে ইতালীতে সিজনাল কাজে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আমরা মনে করি ইতালীর সিজনাল কাজের সেক্টরে বিশেষ করে কৃষিকাজ খাতে বাংলাদেশী অদক্ষ শ্রমিকদের ছয় থেকে নয়মাস মেয়াদে কর্ম সংস্থানের বিরাট সুযোগ রয়েছে। আমরা মনে করি সরকার এখন থেকে ২০০৩ সালে সিজনাল কাজের মার্কেটে শ্রমিক প্রেরনের লক্ষে কাজ করলে আগামী ২০০৩ সালে ৪/৫০০০ অদক্ষ শ্রমিক ইতালীতে পাঠাতে সক্ষম হবে।

- বর্তমান ইউরোপীয়রা উন্নত জীবন যাত্রায় ব্যাস্ত হয়ে পড়ায় এই কাজে ইউরোপীয় শ্রমিক খুজে পাওয়া যায় না বা করতে আগ্রহী নয়। এই সেক্টরটি বর্তমানে ভারতী ও আফ্রিকা থেকে আগত শ্রমিকেরা দখল করে আছে।
- ইতালীতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সুনাম পাশাপাশি কৃষিপ্রধান ও দরিদ্র দেশ হিসাবে সরকার যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলে ইতালী সরকারের ও কৃষিমালিক সংগঠনের সুনজর কাড়তে সক্ষম হবে।
- এই সিজনাল কাজে গড়ে ৮ঘন্টা করে কাজ করতে পারলে ইতালীর সর্বনীম্ন ট্যারিফে একজন শ্রমিক রোজ ৪০ এইরো আয় করতে পারবে। এই হিসাবে মাসে ৮০০ এইরো অর্থাৎ ৪০.০০০ টাকা করে ১ মাস কাজ করলে একটি শ্রমিক কম করে হলেও ৭.২০০ এইরো যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩৫০,০০০ (তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) আয় করতে পারবে। যা মধ্য প্রাচ্যে প্রেরিত বাংলাদেশী শ্রমিকদের পাচ বছরের সমান আয়।
- এই কাজে ইতালী সরকারের আইনের নতুন সংশোধনীতে মালিকদের শ্রমিকের আসা যাওয়ার বিমান টিকেট, বাসস্থান ও চিকিৎসা সুবিধা বাধ্যতামুলক করা হয়েছে।
- শুধু এই সিজনাল শ্রমিকদের চুক্তির মেয়াদান্তে বাধ্যতামুলক ভাবে দেশে ফিরে আসতে হবে। এবং এই ধরনের ভিসা প্রথম বছরে নবায়ন যোগ্য নয়।
- তবে দ্বিতীয় বছর একই শ্রমিক কাজ করতে আবার পরে সে যদি অন্য কাজের কন্ট্রাক্ট সংগ্রহ করতে পারে তবে সে স্থায়ী ভাবে কাজ করার এবং বসবাসের অনুপতি পেতে পারে। (ইতালীর ইমিগ্রেশন আইন ২৮৬/৯৮ এবং ৭৯৫/২০০২আর্টিকেল ২৪ প্যারা ৪)।
- বছরে ৫০০০ শ্রমিক ইতালীতে প্রেরন করতে সক্ষম হলে সরকার বৈদেশীক মুদ্রা আয় করবে ৩৬ মিলিয়ন এইরো যা প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলার সমপ্রায়।

এই ক্ষেত্রটিকে ধরতে আমাদের সরকারকে এখনই প্রয়োজনীয় ও সঠিক উদ্দ্যোগ নিতে হবে।

ইতালী প্রবাসী জনগনের কিছু দাবী সমাধান কল্পে নীম্নে তুলে ধরলাম:

১/ ইতালীতে বাংলাদেশ দুতাবাসের একটি পুর্নাঙ্গ কনসুলার সেকশন খোলার দাবী

ইতালীতে ৫০.০০০ বাংলাদেশী বসবাস এবং ইতিমধ্যে প্রায় ৫.০০০ পরিবার সমাগত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সমপরিমান বাংলাদেশী শিশু। আজ এরা ইতালীয় টিভিয়ামে লেখাপড়া করছে। এই শিশুদেরকে বাংলাদেশের কৃস্টি কালচার শেখানের কোন মাধ্যম এদেশে নেই। ইতালীতে বাংলাদেশ দুতাবাস একটি ছোট্ট পরিসরে অবস্থিত। সেখানে প্রতিদিন শতশত মানুষ পাসপোর্ট বানাতে, নবায়ন করতে অথবা বিভিন্ন সার্টিফিকেট সত্যায়ন করতে যায়। অথচ দুতাবাসের ভিতরে দশ পনেরজনের বেশী লোক বসার তো দূরের কথা দাড়াবার স্থানও নেই। তাই এদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী শিশুদের বাংলা সংস্কৃতিক শিক্ষাদানের লক্ষে দূতাবাসের মাধ্যমে ইতালীতে একটি বাংলা কালচারাল সেন্টার ও ইতালীতে একটি পুর্নাঙ্গ কনসুলার সেকশন স্থাপন করা প্রয়োজন।

২/ ইতালীতে বর্তমান ইমিগ্রেশনকে সামনে রেখে বর্ধিত পাসপোর্ট ফি স্থগিত করনের দাবী

চলতি বছরের মে মাসে সরকারী প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ৮০ আইন/২০০২ তারিখে ২১শে বৈশাখ ১৪০৯ বাং / ৪ঠা মে ২০০২ এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে সরকার পাসোপোর্ট ফি বাড়িয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। আপনার অজানা থাকার কথা নয় একজন বাংলাদেশী ইতালী যাবার মাধ্যম হচ্ছে একমাত্র অবৈধ ভাবে ইতালীতে প্রবশ করা। ইতালী পর্যন্ত পৌছাতে প্রায় ৩/৪ লাখ টাকা খরচ করে যেতে হয় এবং যখন এসে পৌছায় তার অর্থনৈতিক অবস্থা থাকে খুবই নাজুক। একজন নবাগত ব্যাক্তির নিজের অর্থনৈতিক অবস্থান তৈরী করতে কম করে হলেও ৬মাস থেকে ১বছর সময় লাগে। ইতালীতে একজন নবাগত অবৈধ বাংলাদেশী বর্তমানে গড়ে মাসে ২০০ ডলার রোজগার করা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এছাড়াও রয়েছে সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রতিহলতা যেমন, বর্তমান ইতালীর জনপ্রিয় সরকার ইতালীতে অবৈধ ইমিগ্রেশন বন্ধ করার জন্য কঠিন আইন প্রনয়ন সহ অবৈধ বিদেশীদের বহিস্কারের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ফলে অবৈধ ভাবে বসবাস করা খুবই কঠিন, তার উপরে অবৈধ অবস্থায় কাজ কর্ম পাওয়া এক কথায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় একজন নবাগত বাংলাদেশী ইতালীতে এসে নিজেকে টিকিয়ে রাখাটাই দুস্কর। নবাগত বাংলাদেশীরা ইতালীতে যারা প্রবেশ করে তাদের শতকরা ৯৯ জনই তার পাসপোর্ট রাস্তায় ফেলে আসতে বাধ্য হয়। এমত অবস্থায় একজন নবাগত সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে তার জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা। তাই তারা দূতাবাসে গিয়ে তাদের আনুসাঙ্গিক পরিচিতি পর্ব সম্পন্ন করে পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করে থাকে। আর এই অবস্থায় একটি পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে গিয়ে ৫৫ ডলারের পাসপোর্ট এর চার্জ ১১৫ ডলার শুনে একজন সাধারন নাগরিক প্রথমেই অপ্রস্তুত হয়ে মানসিক ধাক্কা খায়। এ ছাড়াও রিনিউ চার্জ বার্ষিক ১২ ডলার থেকে ৩২ ডলার করা হয়েছে যা সাধারন স্থানীয় বাংলাদেশীদের সার্বিক সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপুর্ন নয়।এমতাবস্থায়, সরকারের প্রজ্ঞাপনের ফলে সৃস্ট অর্থনৈতিক চাপ যা নতুন পাসপোর্ট ইস্যু, নবায়ন ও এনডোর্সমেন্ট ফি এককালীন ১০০% এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ২০০% বাড়ানো হয়েছে । এর ফলে ইতালীতে বাংলাদেশী সাধারন প্রবাসী জনগনের কাছে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃস্টি করেছে। তাছাড়া বর্তমানে ইতালীতে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে ফলে সকল অবৈধ বসবাসকারীদের এখনই পাসপোর্ট প্রয়োজন।

উপরে উল্লেখিত কারন সমুহ বিবেচনা করে বিশেষ করে ইতালী থেকে বৈধ ভাবে দেশে রেমিটেন্স সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করনের প্রতি সজাগ দৃস্টি দিয়ে ইতালীতে নবাগত বাংলাদেশীদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা বিবেচনা করে ইতালীর জন্য বিশেষ ছাড় দিয়ে অনতি বিলম্বে এস, আর, ও নং ৮৩ আইন/২০০২ তারিখে ২১শে বৈশাখ ১৪০৯ বাং / ৪ঠা মে ২০০২ এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে সরকার পাসোপোর্ট ফি বাড়ানোর এই আদেশটিকে শুধু ইতালীতে স্থগিত করে পূর্ববর্তি আদেশ বহাল করার জন্য ইতালী প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষে থেকে সরকারের কাছে বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি।

৩/ ইতালী হতে প্রতি বছর ৩০০-৪০০ মিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স থেকে সরকার বঞ্চিত ও ইতালীতে জনতা এক্সচেঞ্জ এর কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার দাবী

ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ইতালীর প্রবাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল ইতালীতে একটি বাংলাদেশী রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক স্থাপনের মাধ্যমে ৫০.০০০ প্রবাসী বাংলাদেশীর কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠানের ব্যাবস্থকরন। যা বর্তমান জাতীয়তাবাদী দলের সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচীর আওতায় গত ১১শে জুন ২০০২ জনতা এক্সচেঞ্জ নামে জনতা ব্যাঙ্ক এর একটি শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে আপনাকে জানাতে হয় যে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ আমাদের কোন পরামর্শ না শুনে বিগত সরকারের রিক্রুট করা রাষ্ট্রদুত ও তার স্থানীয় সহচরদের যোগসাজসে একটি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এর মধ্যে অফিস করলে ঐ বিল্ডিং এ বসবাসকারীদের আপত্তির মুখে ইতালীয় পুলিশ প্রশাসন মাত্র ১৮ দিনের মাথায় ঐ জনতা এক্সচেঞ্জ এর অফিসটিকে গত ৭/০৭/২০০২ সিল মেরে দিয়ে যায়। এই ১৮ দিনে জনতা এক্সচেঞ্জ প্রায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে দেশে পাঠাবার নজির স্থাপন করেছিল। আমরা বিশ্বাস করি সুষ্ঠ কার্যক্রম করতে পারলে প্রতি বছর ইতালী থেকে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার দেশে রেমিটেন্স হিসাবে সরকার সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। আমরা ইতালী প্রবাসীদের কষ্টার্জিত এই বৈদেশিক মুদ্রা হুন্ডির কবল থেকে মুক্ত করে দেশে প্ররনের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। এ ব্যাপারে সরকারী তদন্ত সহ অনতি বিলম্বে জনতা এক্সচেঞ্জ এর কার্যক্রম পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি।

আমরা ইতালী প্রবাসীরা সরকারের তথা দেশের সহযোগীতায় কাজ করার সুযোগ চাই

ইতালীতে বর্তমানে যে বিশাল বাংলাদেশী কমুনিটি রয়েছে আমরা বিশ্বাস করি এই কমুনিটি বাংলাদেশের জন্য এবং সরকারের জন্য একটি বিশাল সম্পদ। এই সম্পদের সুষ্ঠ ব্যাবহার ও ব্যাবস্থাপনার জন্য ইতালীতে সরকারের আরো জোরালো ভুমিকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের নাগরীক হিসাবে সরকারের কাছে বিনিত নিবেদন এই যে, অনতি বিলম্বে ইতালীতে প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশীক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ে অধিনে একটি দফতরের স্থাপনের মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয় গুলির গ্রহন যোগ্যতা যাচাই করার ব্যাবস্থ করা হউক এবং ইতালী প্রবাসীদের সমস্যার সমাধানে সরকারের ভুমিকা জোরালে হউক। একই সাথে প্রবাসী নাগরীকদের সরকারের সহযোগীতায় কাজ করার সুযোগ সৃস্টি করা হউক।

পরিশেষে আপনার সরকারের মাধ্যমে দেশ ও জনগনে সার্বিক কল্যান হউক। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহ সর্বশক্তিমান আপনার সহায় হউন।

[illegible]হ মো: তাইফুর রহমান (ছোটন)
সভাপতি
[illegible] বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি
রোম- ইতালী